

আপনার মহান প্রশ্ন: খ্রিস্টধর্মে সাওম (রোজা) সম্পর্কে কিতাবুল মোকাদ্দাস কী বলে, বিশেষ করে ইসলামের রোজার মাস যখন ঘনিষে আসছে?

উত্তর: আপনার প্রশ্নের একটি ভিত্তি প্রয়োজন যার উপর সত্য স্থাপন করা যেতে পারে। আসুন আমরা সবাই একমত হতে পারি এমন একটি সাধারণ সত্য দিয়ে শুরু করি: সৃষ্টিকর্তা একটি সুন্দর সৃষ্টি তৈরি করেছেন যা প্রাথমিকভাবে মানুষ [আল্লাহর সৃষ্টির সর্বোচ্চ আদেশ], প্রাণী + উদ্ভিদ জীবন, মহাবিশ্ব এবং একটি অদেখা আধ্যাত্মিক জগত নিয়ে গঠিত। আল্লাহ তাঁর মানব সৃষ্টিকে একটি আখেরী রুহের অমূল্য ধন দিয়েছেন। আমরা রুহ [ব্যক্তিত্ব] রুহ [আল্লাহর প্রতিমূর্তি] এবং একটি দেহ নিয়ে গঠিত ত্রি-ভাগের প্রাণী।

সত্য: মানবজাতিকে বস্তুগত এবং বস্তুগত উভয় অংশ দিয়েই সৃষ্টি করা হয়েছে। এটি আমাদের মধ্যে অমূলক অংশ যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধিকন্তু আমাদের বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পুত্র হজরত ঈসা ছিলেন সেই এজেন্ট যাকে আল্লাহ সমস্ত কিছুই অস্তিত্ব আনতে ব্যবহার করেছিলেন।

ইউহোন্না ১:৩ সব কিছুই সেই কালামের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছিল, আর যা কিছু সৃষ্ট হয়েছিল সেগুলোর মধ্যে কোন কিছুই তাঁকে ছাড়া সৃষ্ট হয় নি।

-কলসীয় ১:১৫-১৭ এই পুত্রই হলেন অদৃশ্য আল্লাহর হুবহু প্রকাশ। সমস্ত সৃষ্টির আগে তিনিই ছিলেন এবং সমস্ত সৃষ্টির উপরে তিনিই প্রধান, কারণ আসমান ও জমীনে, যা দেখা যায় আর যা দেখা যায় না, সব কিছু তাঁর দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে। আসমানে যাদের হাতে রাজত্ব, কর্তৃত্ব, শাসন ও ক্ষমতা রয়েছে তাদের সবাইকে তাঁকে দিয়ে তাঁরই জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনিই সব কিছুর আগে ছিলেন এবং তাঁরই মধ্য দিয়ে সব কিছু টিকে আছে।

প্রাণী এবং মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণ পার্থক্য: প্রাণীদের শুধুমাত্র একটি শরীর আছে, তাদের কোন আখেরী রুহ নেই।

কোনো কিছু যত বেশি মূল্যবান, তত বেশি সময় স্থায়ী হয়। আমাদের রুহ এবং রুহ আখেরী। আল্লাহ অনন্ত রুহকে তাঁর সমস্ত সৃষ্টির সবচেয়ে মূল্যবান অংশ মনে করেন। কেন? কারণ আল্লাহ পুত্র এবং প্রস্টা আখেরী রুহকে এত সীমাহীন মূল্য নির্ধারণ করেছিলেন যে তিনি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতে মৃত্যুদণ্ড বেছে নিয়েছিলেন যাতে রুহকে জাহান্নামে আল্লাহ থেকে চিরতরে বিচ্ছেদ থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। আমরা সমস্ত অনন্তকাল দুটি জায়গায় একটিতে কাটিয়ে দেব, হয় জান্নাতে আল্লাহর সাথে বা জাহান্নামে শয়তান, শয়তানের সাথে।

বিবি হাওয়াকে, গুনাহী, বিচ্ছিন্ন পুরুষ/মহিলাদের জন্য মরতে আসা ছাড়াও, হজরত ঈসা শিখিয়েছিলেন রুহ + রুহ হল সমস্ত সৃষ্টির সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস। তিনি প্রকাশ করেছেন যে আল্লাহ মানবজাতির আখেরী রুহ/রুহকে দেহের চেয়ে অসীমভাবে মূল্যবান বলে ঘোষণা করেছেন।

হজরত আদম এবং বিবি হাওয়া যখন নিখুঁত এদন বাগানে গুনাহ করেছিলেন এবং আল্লাহর এক এবং একমাত্র আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন তখনই তারা পাক আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন।

-পয়দায়েশ ২:১৬-১৭ পরে মাবুদ আল্লাহ তাঁকে হকুম দিয়ে বললেন, "তুমি তোমার খুশীমত এই বাগানের যে কোন গাছের ফল খেতে পার; কিন্তু নেকী-বদী-জ্ঞানের যে গাছটি রয়েছে তার ফল তুমি খাবে না, কারণ যেদিন তুমি তার ফল খাবে সেই দিন নিশ্চয়ই তোমার মৃত্যু হবে।"

ঠিক যেমন আল্লাহ ঘোষণা করেছিলেন "আপনি অবশ্যই মারা যাবেন", তারা ভাই করেছিল। তাদের মৃতদেহ সেই মুহূর্তে মরেনি। এটা তাদের রুহ, পাক আল্লাহর সংযোগকারী লিঙ্ক, যে মারা গিয়েছিল। দুষ্টান্তের উদ্দেশ্যে আমরা বলি যে এই ঘটনাটি তাদের রুহয় "আল্লাহর নূরের নির্বাণ" ছিল। আল্লাহর রুহের দ্বারা আদম এবং বিবি হাওয়ার নূর অন্ধকার হয়ে গেল এবং তারা পাক আল্লাহ থেকে রুহয় আলাদা হয়ে গেল।

আদম এবং বিবি হাওয়া তখন একটি ত্রি-অংশের পরিবর্তে [শরীর + রুহ + আল্লাহর রুহ] এর পরিবর্তে একটি দ্বি-অংশ সত্তা [শুধু শরীর + রুহ + ব্যক্তিত্ব] হয়ে ওঠেন, হজরত ঈসা, তাদের সৃষ্টিকর্তা, মানবজাতির সংরক্ষণ এবং গুণের জন্য মানবজাতিকে ডিজাইন করেছিলেন। একটি অত্যন্ত শক্তিশালী "সংরক্ষণের আকাঙ্ক্ষা" সহ যা শরীরকে শক্তিশালী ও সংরক্ষণের জন্য খাদ্য এবং পুষ্টির জন্য দৈনন্দিন আকাঙ্ক্ষা তৈরি করে।

গুরুত্বপূর্ণ: প্রাকৃতিক শরীর যেমন খাদ্যের জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, তেমনি রুহও সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্কের জন্য ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত।

আমাদের গুনাহের মধ্যে পড়ে যাওয়ার কারণে, মানবজাতি রুহ/রুহকে খাওয়ানোর বিপরীতে শরীরের ক্ষুধাকে প্রাধান্য ও প্রাধান্য দিয়ে জীবনের গুরুত্বের ক্রমকে উল্টে দিয়েছে। এবিবি হাওয়াবে, মানবজাতি জীবন শুরু করে প্রায় সম্পূর্ণরূপে শারীরিক চাহিদার উপর কেন্দ্রীভূত, অর্থাৎ, "তাদের শরীরে খাদ্য এবং সুখের পূর্ণ বোধ করার আকাঙ্ক্ষা। এটি "প্রথম আনন্দ খোঁজার এবং ব্যথা থেকে পালিয়ে যাওয়ার" অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা শুরু করে।

হজরত ঈসা পৃথিবীতে এসেছিলেন এবং শিখিয়েছিলেন, "না, আপনার ভুল আছে। রুহ [আপনার অপ্রস্তুত অংশ] আপনার শরীরের [বস্তুগত স্বর] চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ যা শীঘ্রই মৃত্যুর দ্বারা ধূলায় ফিরে আসবে। আপনি অবশ্যই সবচেয়ে বেশি হবেন আপনার শরীরের লালসা এবং আকর্ষণের বিপরীতে আপনার রুহের স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন।

এই সত্য শরীর এবং রুহের মধ্যে অন্তর্হীন যুদ্ধকে তুলে ধরে।

মানবজাতি বুদ্ধিতে পেরেছিল যে তারা গুনাহ করার সময় আল্লাহর সাথে তাদের সংযোগ হারিয়েছে। মানবজাতিও বুদ্ধিতে পেরেছিল যে তাদের আত্ম সংরক্ষণের জন্য এই অতৃপ্ত প্রবৃত্তি রয়েছে। তারা কী করেছিলো? তারা স্বাভাবিকভাবেই দেহের [মাংস] আকাঙ্ক্ষাগুলিকে জীবিত রাখার জন্য গ্রাস করতে শুরু করেছিল কারণ তারা স্বীকার করেছিল যে তাদের রুহই একটি "অন্ধকার গর্ত এসেছে" যা শুধুমাত্র আল্লাহই পূরণ করতে পারেন। এবিবি হাওয়াবে, মানবজাতি কেবল শরীরকে খাওয়ানোর জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা পেতে শুরু করেনি, তবে, তাদের অন্ধকার বোঝার মধ্যে তারা "তাদের অভ্যন্তরীণ সত্তা, তাদের হৃদয়ের অন্ধকার গহ্বরটি পূরণ করার চেষ্টা করতে শুরু করেছিল।

মানবজাতি "তাদের হৃদয়ের অন্ধকার গর্ত" পূরণ করার চেষ্টা করার জন্য কী করেছিল? তারা ধর্ম উদ্ভাবন করেছে। ধর্ম হল মানুষের নিজের কাজ এবং ত্যাগের দ্বারা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষের পতিত প্রচেষ্টা। আদম এবং বিবি হাওয়া অবিলম্বে অনুভব করলেন যে আল্লাহর নূর তাদের জীবন থেকে বেরিয়ে গেছে এবং লজ্জিত ও ভীত হয়ে পড়েছে। তারা কী করেছিলো? তারা তাদের নিজস্ব কাজ, ডুমুর পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করেছিল।

পাকতার জন্য পাক আল্লাহর চাহিদা মেটানোর চেষ্টা এবং সন্তুষ্ট করার জন্য ধর্ম তার "মানুষের তৈরি প্রয়োজনীয়তা" হিসাবে শারীরিক রোজার উদ্ভাবন করেছে। রোজার পাশাপাশি, ধর্ম আবিষ্কার করেছে "নিজেকে ক্ষতিগ্রস্ত করা" চেষ্টা করার জন্য এবং আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করার জন্য। পুরুষরা ভাবতে শুরু করে, "যদি আমি শরীরকে যথেষ্ট আঘাত করতে পারি, তাহলে আল্লাহ আমার আত্ম-দেও সন্তুষ্ট হবেন এবং তাঁর এবং আমার প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে আমার গুনাহের জন্য আমাকে আর কোনো শাস্তি দেবেন না। এবিবি হাওয়াবে, আত্ম-নির্ঘাতনের মতো আচার-অনুষ্ঠান, দীর্ঘ সময় ধরে উপবাস করা। মৃত্যুকে কাছে নিয়ে আসা পাক আল্লাহ এবং তাদের রুহের মধ্যে এখন যে ব্যবধান তৈরি হয়েছে তা পূরণ করার চেষ্টা করার "মানুষের প্রমাণ" হয়ে উঠেছে।

আল্লাহ পুত্র এসে ঘোষণা করলেন, "আপনি যা করেছেন তা খুবই ভয়ঙ্কর। পাক আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনার গুনাহ আপনার সমস্ত বংশের মধ্যে একটি গুনাহের ভাইরাস ছড়িয়ে দেবে। গুনাহ এখন সমগ্র সৃষ্টিকে গ্রাস করবে এবং বিশৃঙ্খলা, ব্যাথা নিমজ্জিত করবে, রক্তপাত, ক্রোধ এবং মৃত্যু। যেহেতু আপনি গুনাহ করেছেন, তাই গুনাহের জন্য উপযুক্ত মৃত্যুদণ্ড অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু, আমি আপনাকে অনেক ভালবাসি, আমি আমার সাথে প্রেমের আখেরী সম্পর্ক পুনরুদ্ধারের পথ সরবরাহ করব। আপনার জায়গায় আপনার জন্য মরুন। আমি পৃথিবীতে প্রথম শারীরিক মৃত্যু এনে এই সত্যটি প্রদর্শন করব। আমি একটি প্রাণীকে হত্যা করব এবং আপনার নগ্নতা ঢেকে রাখার জন্য তার চামড়া নেব কারণ আপনি আপনার নূরের আবরণ হারিয়েছেন।"

মূসার শরীয়ত মতে প্রায় প্রত্যেক জিনিসই রক্তের দ্বারা পাক-সাদা করা হয় এবং রক্তপাত না হলে গুনাহের মাফ হয় না। -ইবরানী ৯:২২

যখন আমাদের কোন শক্তিই ছিল না তখন ঠিক সময়েই মসীহ আল্লাহর প্রতি ভয়ঙ্কর মানুষের জন্য, অর্থাৎ আমাদের জন্য প্রাণ দিলেন। কোন সৎ লোকের জন্য কেউ প্রাণ দেয় না বললেই চলে। যিনি অন্যের উপকার করেন সেই রকম লোকের জন্য হয়তো বা কেউ সাহস করে প্রাণ দিলেও দিতে পারে। কিন্তু আল্লাহ যে আমাদের মহব্বত করেন তার প্রমাণ এই যে, আমরা গুনাহগার থাকতেই মসীহ আমাদের জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন। তাহলে মসীহের রক্তের দ্বারা যখন আমাদের ধার্মিক বলে গ্রহণ করা হয়েছে তখন আমরা মসীহের মধ্য দিয়েই আল্লাহর শাস্তি থেকে নিশ্চয়ই রেহাই পাব। আমরা যখন আল্লাহর শত্রু ছিলাম তখন তাঁরই পুত্রের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর সংগে আমাদের মিলন হয়েছে। এবিবি হাওয়াবে মিলন হয়েছে বলে মসীহের জীবন দ্বারা আমরা নিশ্চয়ই নাজাত পাব।

-রোমীয় ৫:৬-১০

এভাবেই শুরু হলো রোজা। এটি দেহ [মাংস] এবং রুহ/রুহের মধ্যে যুদ্ধ।

আমাদের বলা হয় যে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা "আনন্দের সন্ধান এবং যন্ত্রণার পলায়ন" এর স্পষ্ট ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে যা শরীরের চাহিদা মেটানোর জন্য ক্রমাগত মনকে দখল করে। হজরত ঈসা বৃহত্তর সত্য ঘোষণা করতে এসেছিলেন: ধার্মিকতার পরে ক্ষুধা ও তৃষ্ণা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

ধন্য তারা, যারা মনেপ্রাণে আল্লাহর ইচ্ছামত চলতে চায়, কারণ তাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবে। -মথি ৫:৬

এই আখেরী সত্য প্রতিষ্ঠার পর, হজরত ঈসা ব্যাখ্যা করতে গিয়েছিলেন যে শুধুমাত্র একটি জায়গা আছে আধ্যাত্মিক ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা মেটানো যায়। অনন্ত রুহ/রুহের জন্য সন্তুষ্ট শুধুমাত্র হজরত ঈসার মধ্যেই পাওয়া যায়, স্বয়ং!

ঈসা তাদের বললেন, "আমিই সেই জীবন্তরুটি। যে আমার কাছে আসে তার কখনও থিদে পাবে না। যে আমার উপর ঈমান আনে তার আর কখনও পিপাসাও পাবে না। -ইউহোনা ৬:৩৫

আমি আপনাদের সত্যিই বলছি, যে কেউ আমার উপর ঈমান আনে সে তখনই অনন্ত জীবন পায়।" -ইউহোনা ৬:৪৭

আমিই সেই জীবন্ত রুটি যা বেহেশত থেকে নেমে এসেছে। এই রুটি যে খাবে সে চিরকালের জন্য জীবন পাবে। আমার শরীরই সেই রুটি। মানুষ যেন জীবন পায় সেইজন্য আমি আমার এই শরীর দেব।” -ইউহোন্না ৬:৫১

তখন ঈসা বললেন, “যে কেউ এই পানি খায় তার আবার পিপাসা পাবে। -ইউহোন্না ৪:১৩

এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আমরা এখন রোজা সম্পর্কে আপনার প্রশ্নের সমাধান করতে পারি।

কারণ ফুৎপিণ্ডের স্বাভাবিক প্রবণতা "প্রথম শরীরকে খাওয়ানোর সাথে" গ্রাস করা হয়, হজরত ঈসা শিখিয়েছিলেন যে খ্রিস্ট-অনুসারীকে অবশ্যই তাদের "জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি" পুনর্নির্মাণ করার জন্য সর্বদা লড়াই করতে হবে যাতে দেহের অবিরাম চাহিদার জন্য প্রথমে রুহকে খাওয়ানো হয়।

এটি করার জন্য হজরত ঈসা "আত্ম-শুদ্ধি" এর গুরুত্ব এবং "শরীর অস্বীকার" করার প্রচেষ্টা অনুশীলন করার প্রয়োজনীয়তা শিখিয়েছিলেন যাতে এটি আমাদের রুহ/রুহকে গ্রাস না করে। এটি "নিজে অস্বীকার করার" প্রয়োজনীয়তার দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি প্রথম অস্বীকারের মাধ্যমে শুরু হয়, "আমাদের নিজেদের, আমাদের চারপাশের সমস্ত মানুষ এবং আমাদের সমস্ত বিশ্বকে শাসন করতে চাওয়ার আমাদের পতিত প্রকৃতিকে একপাশে রেখে।"

হজরত ঈসা ব্যাখ্যা করেন:

এর পরে তিনি সাহাবীদের আর অন্য লোকদের তাঁর কাছে ডেকে বললেন, “যদি কেউ আমার পথে আসতে চায় তবে সে নিজের ইচ্ছামত না চলুক; নিজের ক্রুশ বয়ে নিয়ে সে আমার পিছনে আসুক। যে কেউ তার নিজের জন্য বেঁচে থাকতে চায় সে তার সত্যিকারের জীবন হারাতে; কিন্তু যে কেউ আমার জন্য এবং আল্লাহর দেওয়া সুসংবাদের জন্য তার প্রাণ হারায়, সে তার সত্যিকারের জীবন রক্ষা করবে। -মার্ক ৮:৩৪-৩৫

আল্লাহর যে রহমত দ্বারা নাজাত পাওয়া যায় তা সব মানুষের কাছেই প্রকাশিত হয়েছে। এই রহমতই আমাদের শিক্ষা দিচ্ছে যেন আমরা আল্লাহর প্রতি ভয়হীনতা ও দুনিয়ার কামনা-বাসনাকে অগ্রাহ্য করে এই দুনিয়াতেই নিজেদের দমনে রেখে আল্লাহ-ভয়ের সংগে সং জীবন কাটায়ে, আর আমাদের আল্লাহতা'লা এবং নাজাতদাতা ঈসা মসীহের মহিমাपूर्ण প্রকাশের আনন্দ-ভরা আশা পূর্ণ হবার জন্যই আগ্রহের সংগে অপেক্ষা করি। -তীত ২:১১-১৩

তোমরা দুনিয়া এবং দুনিয়ার কোন কিছু ভালবেসো না। যদি কেউ দুনিয়াকে ভালবাসে তবে সে পিতাকে ভালবাসে না, -১ ইউহোন্না ২:১৫

এই দুনিয়াতে খেয়ে-পরে বেঁচে থাকবার মত অবস্থা যার আছে, সে তার ভাইদের অভাব দেখেও যদি চোখ বন্ধ করে রাখে তবে কেমন করে তার অন্তরে আল্লাহর প্রতি মহব্বত থাকতে পারে? -১ ইউহোন্না ৩:১৭

যাদের অন্তরে মহব্বত নেই তারা আল্লাহকে জানে না, কারণ আল্লাহ নিজেই মহব্বত। আমাদের প্রতি আল্লাহর মহব্বত এবিবি হাওয়াকে প্রকাশিত হয়েছে- তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে এই দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যেন আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাই। আমরা যে আল্লাহকে মহব্বত করেছিলাম তা নয়, কিন্তু তিনি আমাদের মহব্বত করে তাঁর পুত্রকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, যেন পুত্র তাঁর নিজের জীবন্তকোরবানীর দ্বারা আমাদের গুনাহ দূর করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করেন। এটাই হল মহব্বত। -১ ইউহোন্না ৪:৮-১০

সত্য রোজার সংজ্ঞা: "আত্ম-গুনাহ" এর আত্মত্যাগ। স্ব-ধার্মিকতা, আত্ম-মমতা, আত্মবিশ্বাস, স্বয়ংসম্পূর্ণতা, আত্ম-প্রশংসা, স্ব-প্রেম।

আমাদের আত্ম-গুনাহকে বিচারের জন্য সলিবে আনতে হবে।

সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, স্ব-গুনাহগুলি হল স্ব-ধার্মিকতা, আত্ম-মমতা, আত্মবিশ্বাস, আত্ম-পর্যাপ্ততা, আত্ম-প্রশংসা, আত্ম-প্রেম এবং তাদের মতো আরও অনেক। তারা আমাদের মধ্যে খুব গভীরভাবে বাস করে এবং আল্লাহর নূর তাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ না করা পর্যন্ত আমাদের নজরে আসার জন্য আমাদের প্রকৃতির খুব বেশি অংশ।

আত্ম হল অস্বচ্ছ পর্দা যা আমাদের থেকে আল্লাহর মুখ লুকিয়ে রাখে। এটি কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতায় অপসারণ করা যেতে পারে, নিছক নির্দেশ দ্বারা কখনই নয়। আমরা আমাদের সিস্টেম থেকে কুষ্ঠরোগকে নির্দেশ করার চেষ্টা করতে পারি। আমরা স্বাধীন হওয়ার আগে ধ্বংসের মধ্যে আল্লাহর একটি কাজ থাকতে হবে। আমাদের অবশ্যই ক্রুশকে আমন্ত্রণ জানাতে হবে আমাদের মধ্যে তার মারাত্মক কাজ করার জন্য। বিচারের জন্য আমাদের নিজেদের গুনাহগুলোকে ক্রুশে নিয়ে আসতে হবে।

“হে প্রভু, আজ আমার মধ্যে সেই ‘বিনাশে আল্লাহর কাজ’ করুন। আমি সত্যিই ‘মসীহের সাথে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছি।’ আমি আজ সকালে প্রার্থনা করি যে ক্রুশ আমার জীবনের স্ব-গুনাহগুলিকে মুছে ফেলবে এবং আমাকে কেবল হজরত ঈসা মসীহ এবং তাঁর মহিমার জন্য বেঁচে থাকতে দিন। আমীন।” AW Tozer [1897-1963] খ্রিস্টান নেতৃত্বের উপর Tozer.

তাহলে কীভাবে এই সত্যিকারের উপবাস মানুষের হৃদয়ে ঘটে পল আমাদের বলেন যে এটি হজরত ঈসা মসীহের বিশ্বাস যা হৃদয়ে আল্লাহর নূরকে আবার জন্ম দেয় যা ব্যক্তিকে প্রথম আল্লাহ এবং তাঁর ধার্মিকতা অনুসরণ করার শক্তি দেয়। আল্লাহর এই সাধনা সমগ্র জীবন, রুহ/রুহ/দেহকে আবার সঠিক ভারসাম্যপূর্ণ হতে দেয়।

অবাধ্যতা আর গুনাহের দরুন তোমরা মৃত ছিলে। দুনিয়ার চিন্তাধারা অনুসারে তোমরাও এক সময় সেই অবাধ্যতা আর গুনাহের মধ্যে চলাফেরা করত। যে রুহ আসমানের ক্ষমতাসালীদের বাদশাহ সেই দুষ্ট রুহ আল্লাহর অবাধ্য লোকদের মধ্যে কাজ করছে, আর তোমরা সেই রুহের পিছনে পিছনে চলতে। আমরা সবাই আমাদের গুনাহ-স্বভাবের কামনা পূর্ণ করে সেই লোকদের মধ্যে এক সময় জীবন কাটাতে। গুনাহ-স্বভাব থেকে যে সব ইচ্ছা এবং চিন্তা আগে আমরা সেই অনুসারে কাজ করতাম। এই স্বভাবের জন্য আমরাও অন্য সকলের মত আল্লাহর গজবের অধীন ছিলাম। কিন্তু আল্লাহ মমতায় পূর্ণ; তিনি আমাদের খুব মহব্বত করেন। এইজন্য অবাধ্যতার দরুন যখন আমরা মৃত অবস্থায় ছিলাম তখন মসীহের সংগে তিনি আমাদের জীবিত করলেন। আল্লাহর রহমতে তোমরা নাজাত পেয়েছ। আমরা মসীহ ঈসার সংগে যুক্ত হয়েছি বলে আল্লাহ আমাদের মসীহের সংগে জীবিত করে মসীহের সংগেই বেহেশতে বসিয়েছেন। তিনি এই কাজ করেছেন যেন তিনি তাঁর তুলনহীন অশেষ রহমত আগামী যুগ যুগ ধরে দেখাতে পারেন। তিনি মসীহ ঈসার মধ্য দিয়ে আমাদের উপর দয়া করে যা করেছেন তাতেই তাঁর এই রহমত প্রকাশ পেয়েছে। আল্লাহর রহমতে ঈমানের মধ্য দিয়ে তোমরা নাজাত পেয়েছ। এটা তোমাদের নিজেদের দ্বারা হয় নি, তা আল্লাহরই দান। এটা কাজের ফল হিসাবে দেওয়া হয় নি, যেন কেউ গর্ব করতে না পারে। -ইফিসীয় ২:১-২

এইজন্য 'কি খাব' বা 'কি পরব' বলে চিন্তা করো না। অ-ইহুদীরাই এই সব বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হয়; তা ছাড়া তোমাদের বেহেশতী পিতা তো জানেন যে, এই সব জিনিস তোমাদের দরকার আছে। কিন্তু তোমরা প্রথমে আল্লাহর রাজ্যের বিষয়ে ও তাঁর ইচ্ছামত চলবার জন্য ব্যস্ত হও। তাহলে ঐ সব জিনিসও তোমরা পাবে। কালকের বিষয় চিন্তা করো না; কালকের চিন্তা কালকের উপর ছেড়ে দাও। দিনের কষ্ট দিনের জন্য যথেষ্ট। -মথি ৬:৩১-৩৪

তাহলে, আমরা কীভাবে এই প্রকৃত উপবাসে প্রবেশ করব যা আখেরী উপকারী? আমরা হজরত ঈসা মসীহে বিশ্বাস করি! যখন আমরা করি, আমরা "পুনরায় জন্মগ্রহণ করি", আমাদের নূর পুনরুদ্ধার করা হয় এবং আমাদেরকে "হজরত ঈসা মসীহের সাথে ফুশবিদ্ধ" বলে মনে করা হয় কারণ তাঁর নিজস্ব ধার্মিকতা আমাদের আখেরী অ্যাকাউন্টে জমা হয় এবং পাক আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো হয়।

আমাকে মসীহের সংগে ফুশের উপরে হত্যা করা হয়েছে। তাই আমি আর জীবিত নই, মসীহই আমার মধ্যে জীবিত আছেন। এখন এই শরীরে আমি যে জীবন কাটাচ্ছি তা ইবনুল্লাহর উপর ঈমানের মধ্য দিয়েই কাটাচ্ছি। তিনি আমাকে মহব্বত করে আমার জন্য নিজেকে দান করেছিলেন। -গালাতীয় ২:২০

তাহলে তোমরা যখন মসীহের সংগে মৃত্যু থেকে জীবিত হয়েছ তখন মসীহ বেহেশতে যেখানে আল্লাহর ডান দিকে বসে আছেন সেই বেহেশতী বিষয়গুলোর জন্য আগ্রহী হও। জাগতিক বিষয়ে মনোযোগ না দিয়ে বরং বেহেশতী বিষয়ে মনোযোগ দাও। তোমরা তো মরে গেছ এবং তোমাদের জীবন মসীহের সংগে আল্লাহর মধ্যে লুকানো আছে। যিনি তোমাদের জীবন সেই মসীহ যখন প্রকাশিত হবেন তখন তোমরাও তাঁর সংগে তাঁর মহিমার ভাগী হয়ে প্রকাশিত হবে। -কলসীয় ৩:১-৪

প্রিয় বন্ধুরা, এই সত্য হল সত্যিকারের রোজার সারমর্ম কারণ এটি হল আমাদের জীবনকে "প্রথমে আল্লাহর রাজ্য এবং তাঁর ধার্মিকতা অন্বেষণ করতে" এবং মসীহকে বিশ্বাস করা, শুধুমাত্র আমাদের আধ্যাত্মিক অনন্ত জীবনের জন্য নয়, আমাদের বর্তমান শারীরিক জীবনের জন্যও। নিখুঁত আনন্দে পাক আল্লাহর সাথে জান্নাতে আমাদের আখেরী দীর্ঘ বাড়ির জন্য আমাদের প্রস্তুতির সময় হিসাবে পৃথিবীতে এই অস্থায়ী অবস্থানের প্রয়োজন।

রোজার অন্যান্য সহায়ক শিক্ষা:

ঈসা বললেন, "তোমরা কি এখনও অব্ব্ব রয়েছ? তোমরা কি বোঝ না যে, যা কিছু মুখের মধ্যে যায় তা পেটের মধ্যে ঢোকে এবং শেষে বের হয়ে যায়? কিন্তু যা মুখের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে তা অন্তর থেকে আসে, আর সেগুলোই মানুষকে নাপাক করে। অন্তর থেকেই খারাপ চিন্তা, খুন, সব রকম জেনা, চুরি, মিথ্যা সাক্ষ্য ও নিন্দা বের হয়ে আসে। এই সবই মানুষকে নাপাক করে, কিন্তু হাত না ধুয়ে খেলে মানুষ নাপাক হয় না।" -মথি ১৫:১৬-২০

"তোমরা যখন রোজা রাখ তখন ভগ্নদের মত মুখ কালা করে রেখো না। তারা যে রোজা রাখছে তা লোকদের দেখাবার জন্য তারা মাথায় ও মুখে ছাই মেখে বেড়ায়। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, তারা তাদের পুরস্কার পেয়ে গেছে। কিন্তু তুমি যখন রোজা রাখ তখন মাথায় তেল দিয়ে ও মুখ ধুয়ো, যেন অন্যেরা জানতে না পারে যে, তুমি রোজা রাখছ। তাহলে তোমার পিতা, যিনি দেখা না গেলেও উপস্থিত আছেন, কেবল তিনিই তা দেখতে পাবেন। তোমার পিতা, যিনি গোপন সব কিছু দেখেন, তিনিই তোমাকে পুরস্কার দেবেন। -মথি ৬:১৬-১৮

সত্যিকারের উপবাস হল পাকতা এবং আনন্দে মধুর অন্তরপত্য "আবার উদ্যানে ঈসার সাথে হাঁটার" আকাশ্য়।

যখন সন্ধ্যার বাতাস বহতে শুরু করল তখন তাঁরা মাবুদ আল্লাহর গলার আওয়াজ শুনতে পেলেন। তিনি বাগানের মধ্যে বেড়াচ্ছিলেন। তখন আদম ও তাঁর স্ত্রী বাগানের গাছপালার মধ্যে নিজেদের লুকালেন যাতে মাবুদ আল্লাহর সামনে তাঁদের পড়তে না

হয়। মাবুদ আল্লাহ আদমকে ডেকে বললেন, “তুমি কোথায়?” তিনি বললেন, “বাগানের মধ্যে আমি তোমার গলার আওয়াজ শুনেছি। কিন্তু আমি উলংগ, তাই ভয়ে লুকিয়ে আছি।” – পয়দায়েশ ৩:৮-১০

আজকের জন্য আবেদন প্রস্ন: হজরত ঈসা আপনাকে নাম ধরে ডেকে জিজ্ঞাসা করছেন, “আপনি কোথায়?” আপনি কি আপনার গুনাহ এবং ভয়ের কারণে নিজেকে আল্লাহর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছেন? আপনি কি পাক আল্লাহ, আপনার সৃষ্টিকর্তার সাথে আপনার সম্পর্ক পরিবর্তন করার সচেতন পছন্দ করবেন, যাতে তাঁর নূর আপনার হৃদয়ে “জন্ম” হতে পারে যাতে আপনি আবার তাঁর সাথে বন্ধুত্ব এবং সহভাগিতা করতে সক্ষম হন?

এটি করার জন্য, কেবলমাত্র একজন পাক সর্বশক্তিমান আল্লাহ যিনি আমাদেরকে নিখুঁতভাবে ভালবাসেন তিনি এটি এত স্পষ্ট করেছেন: আমরা কিছুই করতে পারি না, উপবাস করতে পারি না, ত্যাগ স্বীকার করতে পারি না, সংকর্ষ করতে পারি না, অর্থ প্রদান করতে পারি না, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বা গির্জায় যোগ দিতে পারি না। পাক আল্লাহর সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করুন। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে তাঁর সাথে আমাদের সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করার জন্য শুধুমাত্র একটি দরজা রয়েছে: তাঁর পুত্র, হজরত ঈসা মসীহে ঈমান আনুন এবং তাঁকে ভালোবাসুন। আপনার গ্রহণযোগ্য প্রস্ন: আমি কি হজরত ঈসা মসীহে বিশ্বাস করব?

আমরা সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত যে সঞ্চয় বিশ্বাস সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে হজরত ঈসা মসীহের বিষয়ে একজন যা সত্য বলে বিশ্বাস করে তার উপর। হজরত ঈসা সম্পর্কে কেউ কি বিশ্বাস করে এবং হজরত ঈসা সম্পর্কে অসত্য কিছু বর্জন করা একক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা যা একজনের কখনও থাকবে! কেন? একজনের অনন্তকাল, জান্নাতে বা জাহান্নামে, উত্তরের উপর নির্ভর করে।

নিম্নলিখিত সত্যটি হল যা একজনকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে এবং তাদের সমগ্র অনন্ত জীবনকে বিশ্বাস করতে হবে। এই “নতুন জন্ম” অভিজ্ঞতায়, একজন হজরত ঈসাকে ভালবাসবে এবং যেখানেই তিনি নেতৃত্ব দেবেন সেখানেই তাঁকে অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি দেবেন।

- **আমি ঈমান আনি আল্লাহর বাণী সম্পূর্ণ সত্য:** ইউসুফ যখন এই সব ভাবছিলেন তখন মাবুদের এক ফেরেশতা স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁকে বললেন, “দাউদের বংশধর ইউসুফ, মরিয়মকে বিয়ে করতে ভয় কোরো না, কারণ তাঁর গর্ভে যিনি জন্মেছে তিনি পাক-রুহের শক্তিতেই জন্মেছেন। তাঁর একটি ছেলে হবে। তুমি তাঁর নাম ঈসা রাখবে, কারণ তিনি তাঁর লোকদের তাদের গুনাহ থেকে নাজাত করবেন।” এই সব হয়েছিল যেন নবীর মধ্য দিয়ে মাবুদ এই যে কথা বলেছিলেন তা পূর্ণ হয়: “একজন অবিবাহিতা সতী মেয়ে গর্ভবতী হবে, আর তাঁর একটি ছেলে হবে; তাঁর নাম রাখা হবে ইম্মানুয়েল।” এই নামের মানে হল, আমাদের সংগে আল্লাহ। মথি ১:২০-২৩
- **আমি ঈমান আনি** আমি একজন গুনাহী এবং আমার গুনাহ থেকে আমাকে বাঁচানোর জন্য হজরত ঈসার প্রয়োজন যার জন্য আমি অনন্ত মৃত্যুর যোগ্য।
- **আমি ঈমান আনি** ২০০০ বছর আগে জেরুজালেমের বাইরে ক্যালভারি নামে একটি জায়গা ছিল যেখানে তিনজনকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। তাদের মধ্যে দু'জন সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী। একজন ব্যক্তিকে যেকোন অপরাধের জন্য সম্পূর্ণ নির্দোষ বলে ঘোষণা করা হয়েছিল, তবুও ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল।
- **আমি ঈমান আনি** এই মানুষটি, যার নাম হজরত ঈসা, সেই দিন মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মধ্যম ক্রমের মানুষ ছিলেন।
- **আমি ঈমান আনি** যে হজরত ঈসা নামের এই মানুষটি আল্লাহর নিখুঁত পুত্র যিনি আমার গুনাহের জন্য আমার জীবন দিয়েছেন। হজরত ঈসা মারা গিয়েছিলেন, কবর দেওয়া হয়েছিল, তৃতীয় দিনে পুনরুত্থিত হয়েছিল, অনেক দিন ধরে অনেক সাক্ষী দ্বারা দেখা হয়েছিল এবং আল্লাহ পিতার ডান হাতে বেহস্তে আরোহণ করেছিলেন।
- **আমি ঈমান আনি** হজরত ঈসা, আমার মৃত্যুর পর, চিরকাল তাঁর সাথে থাকার জন্য আমাকে বেহস্তে নিয়ে যাবেন।

“তোমাদের মন যেন আর অস্থির না হয়। আল্লাহর উপর বিশ্বাস কর, আমার উপরেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাড়ীতে থাকবার অনেক জায়গা আছে। তা না থাকলে আমি তোমাদের বলতাম, কারণ আমি তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করতে যাচ্ছি। আমি গিয়ে তোমাদের জন্য জায়গা ঠিক করে আবার আসব আর আমার কাছে তোমাদের নিয়ে যাব, যেন আমি যেখানে থাকি তোমরাও সেখানে থাকতে পার। –ইউহোন্না ১৪:১-৩

এতে লোকেরা ঈসাকে জিজ্ঞাসা করল, “তাহলে আল্লাহর কাজ করবার জন্য আমাদের কি করতে হবে?” ঈসা তাদের বললেন, “আল্লাহ যাঁকে পাঠিয়েছেন তাঁর উপর ঈমান আনাই হল আল্লাহর কাজ।” –ইউহোন্না ৬:২৮-২৯

তবে যতজন তাঁর উপর ঈমান এনে তাঁকে গ্রহণ করল তাদের প্রত্যেককে তিনি আল্লাহর সন্তান হবার অধিকার দিলেন। –ইউহোন্না ১:১২

জবাবে পিতর বললেন, “আপনারা প্রত্যেকে গুনাহের মাফ পাবার জন্য তওবা করুন এবং ঈসা মসীহের নামে তরিকাবন্দী গ্রহণ করুন। আপনারা দান হিসাবে পাক-রুহকে পাবেন। -প্রেরিত ২:৩৮

তিনি এসে গুনাহ্‌ সম্বন্ধে, আল্লাহর ইচ্ছামত চলা সম্বন্ধে এবং আল্লাহর বিচার সম্বন্ধে লোকদের চেতনা দেবেন। তিনি গুনাহ্‌ সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ লোকেরা আমার উপর ঈমান আনে না; আল্লাহর ইচ্ছামত চলা সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ আমি পিতার কাছে যাচ্ছি ও তোমরা আমাকে আর দেখতে পাবে না; বিচার সম্বন্ধে চেতনা দেবেন, কারণ দুনিয়ার কর্তার বিচার হয়ে গেছে। -ইউহোন্না ১৬:৮-১১

তার পরে তিনি পৌল ও সীলকে বাইরে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, “বলুন, নাজাত পাবার জন্য আমাকে কি করতে হবে?” তাঁরা বললেন, “আপনি ও আপনার পরিবার হযরত ঈসার উপর ঈমান আনুন, তাহলে নাজাত পাবেন।” -প্রেরিত ১৬:৩০-৩১

নাজাত সহজভাবে: “প্রভু হজরত ঈসা মসীহে ঈমান আনুন, এবং আপনি নাজাত পাবেন”।

প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা কি প্রভু হজরত ঈসা মসীহকে বিশ্বাস করবে?

সবার প্রতি আমাদের ভালোবাসা,

মসীহতে -

জন + ফিলিস + ফ্রেন্ডস @ WasItForMe.com